যে জন অজ্ঞানবশতঃ রথারোহণ করিয়া যাত্রাকারী শ্রীভগবানের পশ্চাৎ গমন করে না, সেইজন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধকর্ম্মা হইয়াও ব্রহ্ম-রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব, শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৯।৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—তুমি অসৎ প্রসঙ্গকারী নরকগামীগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া থাক, ইহার দ্বারা যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে অনাদর করেন, তাঁহারা যে নারকী তাহাই দেখান হইল। অতএব, ১১।১৯।৫ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধব মহাশয়কে এই উপদেশ করিয়াছেন—হে উদ্ধব! অন্য কোনও পবিত্র অনুষ্ঠানে চিত্তকে তেমন বিশুদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ ভক্তিসাধনে তেমন যোগ্যতা জন্মায় না, জ্ঞানলেশে যেমন যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া থাকে। জীবের কৃষ্ণদাসত্ব স্বরূপ যথাযথ অনুভব হইলে যেমন ভক্তিসাধনেও আদর ও আবেশ ঘটে, অন্য কোন পবিত্র সাধনেই তেমন ভক্তিতে আবেশ ও আদর উপস্থিত হয় না। অতএব, ভক্তি-অবিরুদ্ধ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য থাকায় শাস্ত্রার্থ বিচারে জীবের যথার্থ ভগবদ্দাসত্ব স্বরূপ পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া জীবস্বরূপ-জ্ঞান ও অনুভবসম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজন কর এবং অন্য সমুদয় আবেশ পরিত্যাগ কর। এইরূপ জ্ঞানী সাধকেরও যে শ্রীহরিতে ভক্তি করা অবশ্য কর্ত্তব্য—তাহাই দেখান হইল। অতএব, সর্ব্ব-সাধকেরই যে অতিশয়রূপে শ্রীহরিভক্তি করা কর্ত্তব্য—তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ৩৷২ ॥ ১১১ ॥

প্রেমকৃতকর্ম্মাশয়নির্ধূননানন্তরমপি ভক্তিশ্রূয়তে—যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি ধ্মাতঃ পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্। আত্মাচ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥ ১১২ ॥

তথৈবাত্মা জীবো মৎপ্রেম্না কর্ম্মাশয়ং বিধূয় ততঃ শুদ্ধস্বরূপঞ্চ প্রাপ্য মাং ভজতী-ত্যর্থঃ। তদুক্তম্—মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইতি ॥১১॥৯॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১১২ ॥

ভগবৎপ্রেমে কর্ম্মাশয় নির্ধূত হইবার পরেও ভক্তি অনুষ্ঠানের কথা ১১।১৪।২৪ শ্লোকে শুনা যায়। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন হে উদ্ধব! অগ্নিদ্বারা স্বর্ণ যেমন নিজ মালিন্য ত্যাগ করে এবং যতই পোড়ান যায় ততই নিজের উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করে, তেমনই জীব প্রেমভক্তিদ্বারা কর্ম্ম-বাসনার মালিন্য ত্যাগ করিয়া মহাপ্রেমের আবির্ভাবহেতু আমার পূর্ণ সেবাপদ্ধতি লাভ করিয়া থাকে। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ১১২ ॥

শ্রীগোস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা, যথা—স্বর্ণ যেমন অগ্নির দ্বারা নিজ মালিন্য ত্যাগ করে এবং যতই দগ্ধ করা যায় ততই নিজের উজ্জ্বলবর্ণ ধারণ করিয়া